শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী পূজা পদ্ধতি

[পূজাবিধি, বহুবিধ মুদ্রা, ব্রতকথা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এবং ফর্দ্দমালাসহ]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ও
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী
কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত।

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।
যাঁহার কৃপায় মুককে বাচাল করে এবং পঙ্গুকে পর্বত
অতিক্রম করায়, আমি সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

অক্ষয় লাইব্রেরী
৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পুনঃ প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৪২৩ সন।

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা।

শাস্ত্রপৃষ্ঠা

সূচীপত্র

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পূজা পদ্ধতি

ব্রতের বিধান ৫
তিলক ধারণ ৫
আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ৬
সূর্য্যার্ঘ্য, অর্ঘ্যমন্ত্র ৬
স্বস্তিবাচন ৬
স্বস্তিসূক্ত (ত্রিবেদীয়) ৭
সঙ্কল্প ৯
সঙ্কল্পসূক্ত (ত্রিবেদীয়) ৯
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ৯
দ্বারপূজা ১০
বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্ত বলি ১০
আসনশুদ্ধি ১১
পুষ্পশুদ্ধি ১২
পঞ্চগব্যশোধন ১২
শ্রীকৃষ্ণবিষয়েভূতশুদ্ধি ১৩
প্রাণায়াম ১৩
করণ্যাস, অঙ্গন্যাস ১৫
ব্যাপকন্যাস ১৫
পীঠন্যাস ১৫
গণেশাদির পূজা ১৬
বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ২০
পীঠপূজা ২১
প্রধান পূজা ২২
আবরণ পূজা ২৭
চন্দ্রার্ঘ দান ২৭
স্তোত্র-কৃষ্ণের ২৮
দক্ষিণান্ত ৩০
ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রতকথা ৩২
বাংলা পয়ারাদি ছন্দে ব্রতকথা ৩৫

শ্রীশ্রীরাষ্টমী ব্রতপূজা

ব্রতের নিয়ম ৩৯
পূজাবিধি ৪০
আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ৪০
স্বস্তিবাচন ৪১
স্বস্তিসূক্ত (সাম ও যজু) ৪১
সঙ্কল্প ৪২
সঙ্কল্পসূক্ত (সাম ও যদু) ৪২
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ৪২
দ্বারপূজা ৪৩
মাষভক্ত বলি ৪৪
আসনশুদ্ধি ৪৪
পুষ্পশুদ্ধি ৪৫
গণেশাদির পূজা ৪৫
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজা ৪৭
শ্রীরাধিকার ধ্যান ও পূজা ৪৯
জপমন্ত্র ৪৯
জপ সমর্পণ ৫০
ব্রতকথা বা পাঁচালী ৫১
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ৫৪
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন ৫৮
চৌত্রিশ পদাবলী ৬০
শুক-সারী দ্বন্দ্ব ৬১
শ্রীশ্রীরাধিকার বারমাসী ৬৩
ফর্দমালা ৬৪

শাস্ত্রপৃষ্ঠা

সনাতন ধর্মীয় সকল প্রকার শাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেতে আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন।

গ্রুপে জয়েন করতে নিচের নীল রঙের

শাস্ত্রপৃষ্ঠা টাইটেলে ক্লিক করুন।

“ওঁ শাস্ত্রপৃষ্ঠা”

—ঃ নিবেদন ঃ—

আমি বহু কষ্টে ও যত্নে এবং মহৎ ব্যক্তিগণের সাহায্যে এবং অন্যান্য পুস্তকের সাহায্য লইয়া আমার এই পুস্তকখানি পরিমার্জিত করিয়া পূজনীয় পিতৃদেবের করকমলে অর্পণ করিলাম। পূজনীয় ভুদেব ব্রাহ্মণগণের নিকট এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইলে আমি বাধিত হইব ও আমার শ্রম সার্থক হইবে। পূজনীয় ভুদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ কামনা করি।

ইতি বিনীত
লেখক।

সন ১৪০৯ সাল,
শুভ মহালয়া।

।। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী পূজা পদ্ধতি।।

ব্রতের বিধান—ব্রতের পূর্বদিবস সংযম করিয়া তাহার পরদিবস প্রাতঃস্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যজমান শুদ্ধাসনে উপবেশন করিলে, কৃত নিত্যক্রিয় পুরোহিত যজমানকে আচমন, স্বস্তিবাচন ও সাঙ্ক্যমন্ত্র পাঠ করাইয়া সঙ্কল্প করাইবেন যথা—

বিষ্ণুরোম্ (শূদ্রপক্ষে ও স্ত্রীলোকপক্ষে—বিষ্ণুর্নমঃ) তৎসদদ্য ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক পক্ষে—শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকামাঃ) শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে। (পরার্থে-করিষ্যামি)।

অতঃপর পূজক অর্দ্ধরাত্র সময়ে শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাসনে পূর্বাস্যে উপবেশন পূর্বক তিলকাদি ধারণ করিবেন।

তিলক ধারণ—গোপীচন্দন দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তুলসীপত্র লইয়া সেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—

ললাটে—কেশবায় নমঃ, উদরে—শ্রীনারায়ণায় নমঃ, বক্ষস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণ কুক্ষিতে — শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামকুক্ষিতে—শ্রীবামনায় নমঃ, বাম বাহুতে—শ্রীশ্রীধরায় নমঃ। বামস্কন্ধে—শ্রীহৃষিকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। কটিদেশে—শ্রীদামোদরায় নমঃ। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালিত জল মস্তকে দিয়া শ্রীবাসুদেবায় নমঃ। অতঃপর আচমন করিবেন।

আচমন—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে মাষমগ্ন পরিমান জলগ্রহণ করিয়া তিনবার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।" করযোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্য্যেষু মাধবঃ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥" অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে রক্তচন্দন, জবাপুষ্প অথবা লালবর্ণ পুষ্প আতপ চাউল ও দূর্বা উভয় হস্তে গ্রহণ পূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়া প্রণাম করিবেন।

অর্ঘ্যমন্ত্র (সাম)—"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥" (যজু)—"ওঁ নমো এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্ত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্॥ এষোঽর্ঘ্য ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥" মন্ত্রে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ চাউল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক পাঠ করিবেন, যথা—ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বকং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বকং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতপূজা কর্মণি,

ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বকং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর কুশীর আতপ চাউলগুলি তাম্রটাটে বিকিরণ করিতে করিতে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

স্বস্তিসূক্ত (যজুর্বেদীয়)—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধপ্রবা, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ; স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়ানাত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ও স্বস্তি॥"

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্য-দিতিরন র্বণঃ। স্বস্তিপূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সূচেতুনা স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ, বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়। আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে॥ দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তিপাথ্যে রেবতি॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি না অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্র মসাবিব॥ পূণর্দদতাঘ্নতা জনিতা সঙ্গমে মহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাম্॥ অসুরঘ্ন মিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবামিবারুহেম। অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্তাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রযত পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি স্বস্বাধেস্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র

পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসন-মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥ তৎপরে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প— কুশীতে তিল হরীতকী সচন্দন তুলসী আতপ তণ্ডুল ও কুশত্রিপত্র এবং জল লইয়া বামহস্তের করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক উত্তরাস্যে বসিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণ। শূদ্রস্থলে—শ্রীঅমুকদাসঃ, স্ত্রীলোকপক্ষে—অমুকী দেবী বা দাসী, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ বা প্রীতিকামাঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিহিত ব্রতমহং করিষ্যে। পরার্থে—করিষ্যামি)। সঙ্কল্প বাক্য পাঠান্তে কুশীর জল কিঞ্চিৎ ভূমিতে ফেলিয়া কুশিটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া, তদুপরি পুষ্পদূর্বাক্ষতাদি বিকিরণ করিতে করিতে স্ব শাখোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বং মুপ বা পৃণধ্বং মাদিদ্বো দেবওহতে॥

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥"

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋক্)—"ওঁ যা গুঁগূর্যা সিনিবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানী মহূং উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥"

অতঃপর করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—'ও ধর্মায় ধর্মেশ্বরায় ধর্মপতয়ে। ধর্ম-

সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্বপাপ প্রশান্তয়ে। উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাংনভস্যাম্যহম্॥ অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নভশ্চন্দ্রমরোহিণীম্। অর্চয়িত্বোপবাসেন ভক্ষ্যেঽহম পরোঽহনি॥ এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্ গোবিন্দ ত্রিযোনিজম্। তন্মে মুঞ্চতু মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে॥ আজন্ম মরণং যাবদ্ মন্ময়া দুস্কৃতং কৃতম্। তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর॥" অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥"

অনন্তর "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন পূর্বক কোশার অগ্রভাগে পুষ্পাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া—"ওঁ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া তদুপরি যোনিমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা, ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক অঙ্কুশ মুদ্রায় কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—

যোনিমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ অনন্তর

দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জলে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ"। অসামর্থপক্ষে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—"ক্লীং" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন "ওঁ" মন্ত্রে ঊর্ধে করতালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং ভূমিতে বামপদের গোড়ালি দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ পূর্বক মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—ভূমিতে জলদ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক তদুপরি নতুন মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল ও দধি দিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহ সন্নিরুদ্ধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মমপূজাং গৃহ্ণীত। মন্ত্রে আবাহনী পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া—"বং তস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে তস্মৈ মাষভক্তবলয়ে

নমঃ।" মন্ত্রে উহাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তং বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলি—ভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্" অতঃপর এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে জল গণ্ডুষ দিয়া, কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ তদভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া—"ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতাঃ বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চপিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ॥ অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—আসনে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া, আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতাঃ। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" অতঃপর গুরুপঙক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপঙক্তি প্রণাম (করযোড়ে)—"বামে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে—ওঁ গণেশায় নমঃ।" উর্ধ্বে—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

অধঃ—"ওঁ অনন্তায় নমঃ।" পশ্চাৎ—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" সম্মুখে—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বাসুদেবায় গোপীজনবল্লভায় নমঃ।" অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—"ফট্" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা পুষ্প অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তাপূর্বক নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হূং ফট্ স্বাহা॥" অনন্তর পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (সাম) গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ গব্যোষু নো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া, রবিবস্যা মহোনাম্॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরোৎ, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" কুশোদক—"ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো। মরুতো মাদয়ন্তাং ঘর্ম জ্যোতিঃ।" পরে গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন।

নারাচমুদ্রা

পঞ্চগব্য শোধন (যজুঃ)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্য পুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহূয়ে শ্রিয়ম্॥ দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বত সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ, প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং

দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (ঋগ্বেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ। সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপো অন্যাদ্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তং মাং সংসৃজ বর্চসা॥" দধি—"ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়। সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়া, দধিক্রামগ্নি মুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রোবতোঽবসে। নিহ্বয়ে বঃ॥" ঘৃত—ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদং ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিতানোঽর্জাস্রাঘর্মো হবিরশ্মিনাম্॥" কুশোদক—"ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে, সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। আয়ুষে প্রজায়ৈ॥" তৎপরে সমস্ত মিশ্রিত করিয়া—"ওঁ গায়ত্রেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, অনুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, জাগত্বেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ভুর্ভূবঃ স্বঃ স্ত্রীয়ীষতে॥" অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পূজামণ্ডপাদি শোধনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—"স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্। ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ॥

অর্থাৎ—আপন হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল ধ্যান করিলেই তাঁর বিষয়ে ভূতশুদ্ধি হয়। অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া "ক্লীং" মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ

করিতে করিতে শ্বাসবায়ু গ্রহণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। পরে মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুট অর্থাৎ উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া "ক্লীং" মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে শ্বাস রোধপূর্বক কুম্ভক করিবেন। পরে দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া "ক্লীং" মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। অতঃপর বিপরীতক্রমে ক্লীং মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় শ্বাসগ্রহণ অর্থাৎ পূরক। উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র "ক্লীং" চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন। তৎপরে বামনাসায় মূলমন্ত্র "ক্লীং" দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে শ্বাসবায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটে মূলমন্ত্র "ক্লীং" ষোড়শবার জপ করিতে করিতে শ্বাসগ্রহণ অর্থাৎ পূরক। উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র "ক্লীং" চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক এবং দক্ষিণ নাসাপুটে মূলমন্ত্র "ক্লীং" দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রণায়াম হয়। অসামর্থ পক্ষে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়। প্রাণায়ামে পূরকে ষোড়শবার অর্থাৎ ১৬ বার, কুম্ভকে চতুঃষষ্টিবার অর্থাৎ ৬৪ বার এবং রেচকে দ্বাত্রিংশবার অর্থাৎ ৩২ বার মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে পূরকে ৮ বার, কুম্ভকে ৩২ বার এবং রেচকে ১৬ বার জপ করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার এবং রেচকে ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।" শিরসি—"ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।" মুখে—"ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।

হৃদি—"ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।" পাদয়ো—"ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

ব্যাপকন্যাস—"ক্লীং" মূলমন্ত্রে পাদ হইতে নাভি পর্যন্ত, নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত, হৃদয় হইতে মস্তক পর্যন্ত সাতবার, পাঁচবার, কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস অর্থাৎ স্পর্শ করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে—"ও আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ওঁ ধর্মায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। দক্ষিণ

উরুতে—"ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।" বামোরুতে—"ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" মুখে—"ওঁ অধর্মায় নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।" নাভিতে—"ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—"ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" পুনর্হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পং পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" এইরূপে সর্বত্র আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" যোগে পীঠন্যাস করিবেন। অতঃপর গণেশাদির পূজা পঞ্চোপচারে করিবেন।

গণেশের ধ্যান—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলং। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।" এইরূপে ধ্যানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।"

প্রণাম মন্ত্র— ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণবঃ।।
ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজানন!
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।"

অতঃপর সূর্য্যের ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

সূর্য্যের ধ্যান— "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতা মধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ,
র্মাণিক্য মৌলি মরুণাঙ্গ রুচিং ত্রিনেত্রম্॥"

এইরূপে ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এত নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অতঃপর ধ্যানান্তে বিষ্ণুর পূজা করিবেন।

বিষ্ণুর ধ্যান— "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী,
নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটি হারী,
হিরন্ময়বপূর্ধৃতঃ শঙ্খচক্রঃ॥"

এইরূপে ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে সচন্দন তুলসীপত্র দিবেন।

তুলসীদানের **মন্ত্র**—"এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।।"

প্রণাম **মন্ত্র**— "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"

অতঃপর শিবের ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

শিবের ধ্যান— "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুত মমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

এইরূপে ধ্যানান্তে "এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায়।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম **মন্ত্র**— "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।।

অতঃপর জয়দুর্গার ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

জয়দুর্গার ধ্যান—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।" এইক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

করন্যাস—"ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লুং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ক্লঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অতঃপর কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্প লইয়া বালক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন।

ধ্যান— "ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎস বক্ষঃ পূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্।।"

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—বাহ্যপূজাক্রমে মানস পূজা করিতে হয়। অর্থাৎ ধ্যানযোগে মনে মনে বালক শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান চিন্তাপূর্বক মনঃকল্পিত উপচার সমূহদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—হৃদয়পদ্ম আসনরূপে, সহস্রারচ্যুত অমৃত পাদ্যরূপে। মনোরূপ অর্ঘ্য। সহস্রদল ক্ষরিত অমৃত আচমনীয় রূপে এবং স্নানীয়রূপে, আকাশতত্ত্বকে বস্ত্ররূপে, ক্ষিতিতত্ত্বকে গন্ধরূপে, অহিংসা বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, অলোভ, অমোহ, অমাৎসর্য, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বেষরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজতত্ত্বকে দীপ, বায়ুতত্ত্বকে চামর, সহস্রার পদ্মকে ছত্র, অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা, শব্দতত্ত্বকে গীত, ইন্দ্রিয় কর্ম সমূহকে নৃত্য কল্পনা করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবেন।

অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে জলদ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" এইরূপে পূজা করিয়া মণ্ডলমধ্যে ত্রিপদিকা স্থাপন পূর্বক—"হুং ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ ধৌত করিয়া ত্রিপদিকার উপর স্থাপন করিবেন। অতঃপর "ক্লীং" মূলমন্ত্রে

শঙ্খে শুদ্ধ জল পূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা শঙ্খে পূজা করিবেন। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়ৎ "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে শঙ্খে, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে শঙ্খ-জলে পূজা করিবেন। অতঃপর শঙ্খ জল ত্রিভাগ করিয়া তাহাতে "নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া দূর্বা ও আতপ তণ্ডুলাদির দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া শঙ্খে স্থাপন পূর্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া, অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা শঙ্খজলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অতঃপর উক্ত শঙ্খজলে "ক্লীং" মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া নিজ হৃদয় হইতে দেবতাকে শঙ্খজলে আনয়ন পূর্বক "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। অতঃপর অর্ঘ্য পাত্রের কিঞ্চিৎ জল সামান্যার্ঘ্য পাত্রে অর্থাৎ কোশায় দিয়া, সেই জল দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণাদি অভ্যুক্ষণ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজার ক্রম দেওয়া হইল, যদি গোপাল মূর্তি নির্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করা হয়, তাহা হইলে ঘটস্থাপন, চক্ষুর্দান, প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি করিতে হয়।

অতঃপর পীঠপূজা করিবেন—

পীঠপূজা—গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিবেন। প্রথমে পীঠদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" এইরূপে আবাহন করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও অজ্ঞানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সং সত্ত্বায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে রং রজসে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে তং তমসে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে আং আত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে পং পরমাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" অতঃপর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পুনর্বার ধ্যান করিবেন।

যথা— "ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎসবক্ষঃ পূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্॥"

কূর্মমুদ্রা

ধ্যানান্তে আবাহন করিবেন। যথা—ওঁ ভুর্ভূবঃ স্বর্ভগবান্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ

ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুদ্ধস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ।"

প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে বা শালগ্রামে পূজা হইলে আবাহন হইবে না।

ষোড়শোপচারের সমস্ত দ্রব্য যথাবিধি অর্চনা পূর্বক—প্রদান করিবেন।

আসন—রজতাসন লইয়া—"ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"ওঁ সর্বান্তর্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং ততঃ। আত্মস্থায় পদ্মঞ্চ শুদ্ধাসনং কল্পয়াম্যহম্॥ ইদং রজতাসনং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১॥

স্বাগত—"ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মাহরাদয়। কৃপয়া দেব দেবেশ মদ্‌গৃহে সন্নিধী ভব॥ অস্য তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ। কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি দেবেশ চিদানন্দময়ব্যয়। অজ্ঞানাস্থা প্রমাদাস্থা বৈকল্যাৎ সাধনস্য মে॥ যদ্‌পূর্ণং ভবেৎ কৃত্বাং তথাপি সুমুখো ভব। শ্রীভগবন্ কৃষ্ণদেব স্বাগতং সুস্বাগতম্॥২॥

পাদ্য—অর্চনাপূর্বক—"ওঁ যদ্ভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দ সম্ভবঃ। তস্মৈ তে শ্রীচরণাদ্যাং পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥ এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৩॥"

অর্ঘ্য—পূর্ব্বৎ অর্চনা করিয়া—"ওঁ যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোহর্ঘ্য) ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৪॥"

আচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক —"ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানো দেবতাত্মনে। আচামং

কল্পয়ামীশ সুধাসংশ্রুতি হেতবে॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৫॥"

মধুপর্ক—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—ওঁ সর্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণং সুধাত্মকং। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৬॥"

পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৭॥"

গন্ধতৈল—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্বলোকেষু শুদ্ধাত্মন্ দদামি স্নেহমুত্তমম্। ইদং গন্ধতৈলম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥৮॥"

স্নানীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ॥৯॥"

বস্ত্র—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজস্তজ্যোরুতেজসে। নিরাবরণ বিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্। ইদং বস্ত্রম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১০॥"

উত্তরীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে "ওঁ যামাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্। ইদমুত্তরীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥ ১১॥

যজ্ঞসূত্র—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ যস্য শক্তি এয়েনেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে। ইদং যজ্ঞোপবীতং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥ ১২॥

আভরণ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যা শ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রানি

কল্পয়াম্যমরার্চিতম্॥ ইদম্ আভরণম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥ ১৩॥"

জল—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দ সম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।। ইদং জলম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৪॥

গন্ধ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—ওঁ পরমানন্দ সৌরভং পরিপূর্ণং দিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৫॥

পুষ্প—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ তুরীয় গুণসম্পন্নং নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দ সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্। ইদং পুষ্পম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৬॥" এই সময়ে নানাবিধ পুষ্প ও মাল্যাদি প্রদান করিয়া—"এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥" মন্ত্রে তুলসী দিবেন।

ধূপ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্য গন্ধ উত্তমঃ। আঘ্রেয় সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৭॥"

দীপ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ দীপঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৮॥"

নৈবেদ্য—পূর্ববৎ অর্চনান্তে "ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥১৯॥"

পানার্থ জল—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দ সম্পূর্ণ গৃহাণ

জলমুত্তমম্। ইদং পানার্থ জলম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥২০॥"

আচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানো দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ দেবেশ সুধাসংশ্রুতি হেতবে। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥২১॥"

তাম্বুল—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"ওঁ তাপত্রয় হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদ মুত্তমম্। ইদং তাম্বুলং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ॥২২॥"

এইরূপে পূজা সমাপ্ত করিয়া শ্রীর পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ দেব্যৈ শ্রিয়ৈ নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে শ্রীর পূজা করিবেন।

অতঃপর যথাশক্তি "ক্লীং" মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ—একগণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ জনার্দনঃ॥"

অতঃপর বসুধারা প্রদানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ চিন্তা করিয়া—ষষ্ঠীর পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে অথবা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ কার্য্যাদি মনে মনে চিন্তা করিবেন। পরে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন।

আবরণ পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেবক্যৈ নমঃ।" এষ গন্ধঃ ও দেবক্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দেবক্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দেবক্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দেবক্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ দেবক্যৈ নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বসুদেবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যশোদায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রোহিণ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গর্গায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চতুর্মুখায় নমঃ।" এইরূপে সকলের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর স্ব-শাখোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন করিয়া প্রকৃত কর্মারম্ভে ঘৃতযুক্ত রক্তকরবী পুষ্প, অভাবে ঔড়ুম্বর সমিধ দ্বারা যথাশক্তি হোম করিবেন।

আহুতিদান মন্ত্র—"ওঁ ধর্মায় ধর্মেশ্বরায় ধর্মপতয়ে ধর্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ স্বাহা॥"

হোম সমাপ্ত করিয়া—শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, জল, দূর্বা ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা শঙ্খপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া চন্দ্রার্ঘ্য দিবেন।

চন্দ্রার্ঘ্য দান মন্ত্র—অর্ঘ্য সাজাইয়া—এতস্মৈ বং অর্ঘ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া," এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্ঘ্যে শ্বেতপুষ্প দিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ চন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্ঘ্যদান মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন। যথা—

"ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিগোত্রঃ সমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥

ওঁ সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোঽস্তুতে॥
ওঁ নভোমণ্ডল দীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জটেঃ।
কলাভিবর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায়চারবে॥"

অতঃপর স্তোত্র পাঠ পূর্বক প্রণাম করিবেন।

স্তোত্র— "ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্॥
গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্।
অধোক্ষজং জগন্নাথং স্বর্গস্থিত্যন্ত কারিণম্॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্র গদাধরম্॥

পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা বিভূষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্॥
প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥
ত্রাহি মাং সর্বদেবেশ হরে সংসার সাগরাৎ।
ত্রাহি মাং সর্বপাপঘ্ন দুঃখ শোকার্ণবাৎ প্রভো॥
সর্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে
দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ॥
ত্রাহি মাং সর্বদুঃখঘ্ন রোগ শোকার্ণবাদ্ধরে।
দুর্গতাৎ ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ॥
সোঽহং দেবাতিদুর্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ।
পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞান সাগরে॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষকঃ।
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে।
তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতি পাপং হর হলায়ুধ॥

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া গীত বাদ্যাদি দ্বারা আনন্দে রাত্রি জাগরণ করিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পুরোহিত নিত্যকর্মাদি সমাপন পূর্বক শুদ্ধাসনে পূর্বাস্যে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া যথা বিধানে যথাশক্তি উপচারে পূর্বোক্ত "ওঁ মাঞ্চাপি বালকং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানান্তে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করাইবেন। পরে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইবেন। অতঃপর—"ওঁ সুবর্ণাদি চ যৎ কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণ মে প্রীয়তাং।" মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবদজীজনং।
ভৌমন্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মাৎ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥
সুব্রহ্ম বাসুদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু উক্ত্বা বিপ্রাণ্ বিসর্জয়েৎ॥"

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিবেন। পরে দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান করিয়া পারণ করিবেন।

দক্ষিণান্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া "বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবেন।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতপূজা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং কাঞ্চমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণু দৈবতমর্চিতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে।"

(পরার্থে—শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রাঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ বলিবেন এবং "দদে" স্থলে দদানি বলিবেন।)

অচ্ছিদ্রাবধারণ—এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"অদ্য কৃতৈতৎ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পূজাকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু।")

বৈগুণ্য সমাধান—একগণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্‌বিষ্ণো সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।।" মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার "শ্রীবিষ্ণুঃ" স্মরণ করিবেন।

পুনরায় এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।। এতৎ কর্মফলং কৃষ্ণার্পণমস্তু।"

এইভাবে সমস্ত কর্মসমাধা করিয়া পারণ মন্ত্রে পারণ করিবেন।

পারণমন্ত্র—"ওঁ সর্বায় সর্বেশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

সমাপন মন্ত্র—"ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূত সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"

—ইতি জন্মাষ্টমী ব্রতপূজা—

ভবিষ্য-পুরাণোক্ত জন্মাষ্টমী ব্রতকথা

একদা শ্রীকুলাচার্য্য বশিষ্ঠ মুনিসত্তমঃ। রাজা দিলীপঃ প্রপ্রচ্ছ বিনয়াবতঃ সুধীঃ॥ দিলীপ উবাচ—ভাদ্রে মাস্যাসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দনঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥ কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্র গদাধরঃ। দেবকী জঠরে জন্ম কিং কর্তুং কেন হেতুনা॥ বশিষ্ঠ উবাচ—শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দনঃ। পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভরতে কথয়াম্যহম্॥ পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসারাধেন তৎপরঃ। স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা॥ ক্রন্দিতা লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিত লোচনা। যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ-উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ॥ কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। বাষ্পধারাং প্রবর্ষন্তীং বিবর্ণাং চাবমণিতাং॥ ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্বৈদেববৃন্দৈরনুদ্রুতঃ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতৃ ভবনংরুষা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংস-নিমিত্তকঃ॥ উপায়ঃ সৃজাতাং ব্রহ্মণ্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রক্রমতাত্মভুঃ॥ ক্ষীরোদ যত্র বৈকুণ্ঠ সুপ্তঃ সভুজগোপরি। হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ॥ তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ। সংযুক্তঃ স্তৌতি তং বাগঘভিরর্থ্যাভির্বাগ বিদ্যাবরঃ॥ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগৎপালন কর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে॥ ইতি তেষাং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনঃ। সর্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ কথম্। ব্রহ্মোবাচ—শৃণু দেব জগন্নাথঃ যস্মাদস্মাকমাগমঃ। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকপালকঃ॥ শূলপানিবরোন্মত্তঃ কংসরাজোদুরাসদঃ। বসুধা তাড়িতা তেন পাদাঘাতেন মুষ্টিনা॥ বরং দত্ত্বা পুরাপ্যুগ্রোমায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনারাজন্ শান্তা ন ভবিতা ভব॥ তস্মাদ্

গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হন্তুংদুরাসদম্। দেবকী জঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম্॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃপতিম্। পার্বতীং দেহি দেবেশ অব্দং স্থিত্বাগমিষ্যতি॥ উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদ্দিশ্য মথুরাঞ্চক্রে প্রয়াণং কংসনাশনং॥ দেবকী জঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ। যশোদাকুক্ষি-মধ্যস্থাশর্বানী মৃগলোচনা॥ নবমামাংশ্চবিশ্রম্য কুক্ষৌ নবাদিনাদকান্। ভাদ্রে মাস্যাসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজিতা তিথিঃ। রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা। ধূমযৌনৌ তড়িদ্‌যুক্তো রাত্রি বর্ষতি শোভনে॥ বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্বে চ রক্ষকাঃ। অত্রান্তরে নিশার্দ্ধেতু রোহিণী সংযুতা তিথিঃ॥ তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ। বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদজীজনং সুতাম্॥ পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাদ্যায়ুধসংযুতম্। পঙ্কজাসং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলেক্ষণম্॥ তদরা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চণকদুন্দুভিঃ। কংস রাজভয়াৎ ত্রাহি উবাচ্ দেবকী তদা। অভুদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়ঽপি চ॥ বৈরাটং গচ্ছবিপ্রেন্দ্র যথা নন্দনিকেতনম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাং সমানয়॥ তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপিসভয়ো ন হনিষ্যতি। তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽতিদুখিতঃ। অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ॥ যমুনা জলসংপূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্তিনী। অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়কারিণী॥ তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্। বসুদেবাতিদুঃখার্তো বিলোলচেতনোঽভবৎ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ। কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্॥ হরিণাতত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা। ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্॥ তেন দৃষ্টা পুনঃ সাপি ক্ষীণা জানু জলাভবৎ। শিবারূপেন গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে॥ তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবতীর্ণঃ সরিজ্জলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরক্ষা-

জ্জলেঽপতৎ॥ তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ। তদাক্রন্দিতু মারেভে ডানেস ব্যহন্যৎ করম্॥ বিধিনাবৈরিণাহ্যত্রদুঃখিতোঽহং প্রবঞ্চিতঃ। ত্রাহি মাং জপতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম॥ জনকং ক্রন্দিতুং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ॥ জলক্রীড়াঃ সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবস পুনঃ পক্ষতেন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠোগতবান্ নন্দমন্দিরম্॥ সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃসমানয়ৎ। সুতামঙ্কেকথমপি গৃহীত্বান-কদুন্দুভিঃ॥ কারাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পত্ন্যৈ প্রত্যর্পিতাসুতা। দেবকী চ প্রসূতেতি বার্তা প্রাপ্তাসুরারিনা॥ আনেতুং প্রেষিতো দূতঃ সূতঃ দুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে॥ বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষৎ দেবকীবসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা ত্বাং কংসায়াদর্শয়ৎ, পুনঃ॥ তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োভুদদুরাসদঃ। তপ্তকাঞ্চণবর্ণাভাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাম্॥ দৃষ্ট্বা কংসং বিহস্যন্তীং বিদ্যুস্ফুরিত লোচনাং। আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠোজহিনীত্বাশিলোপরি॥ অবজ্ঞা লব্ধাসুরাতস্য নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্তিতাঃ। বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্॥ অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিং প্রাহ পার্বতী। হন্তং ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ॥ তত্র তিষ্ঠন্ জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুর কৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্ববালভাবেন কংসধ্বংস মনাহিসঃ॥ প্রাপ্তমাত্রেন তং কংস জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনং ব্রতং। য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরের্ব্রতং॥ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলং ইহ লোকে যথোচিতম্। অন্তকালে হরে স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা

(বাংলা পয়ারাদি ছন্দে)

জিজ্ঞাসে দিলীপ রাজা বশিষ্ঠের প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা শুনিতে সম্প্রতি॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
কিবা হেতু জনার্দন জন্মেন ধরাতে॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা শুন ভক্তিমনে।
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া বিষ্ণু কিসের কারণে॥
জন্মিলেন ধরা মাঝে দেবকী উদরে।
সেই পুণ্যকথা রাজা শুন ভক্তিভরে॥
পূর্বকালে কংসাসুর নামে নরপতি।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে দিবারাতি॥
তার অত্যাচারে দুঃখ পায় বসুন্ধরা।
শিবের সকাশে যায় চক্ষে বহে ধারা॥
পৃথিবীর দশা হেরি দেব শূলপাণি।
ক্রোধেতে অধীর হয়ে কহিলেন তিনি॥
চল ব্রহ্মলোকে যাই লয়ে দেবগণে।
উপায় করিব সেথা কংসের নিধনে॥
এত বলি মহেশ্বর দেবগণে লয়ে।
ব্রহ্মলোকে সবে গেল ব্রহ্মার আলয়ে॥
শুনি ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে করি আরোহন।
ক্ষীরোদ সাগরে যান সঙ্গে দেবগণ॥
তথা গিয়া স্তবস্তুতি করে দেবগণ।
স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব নারায়ণ॥
যোগ নিদ্রা ত্যাগ করি কমলার পতি।
জিজ্ঞাসা করেন তিনি দেবগণ প্রতি॥
কিবা হেতু করেছ হেথায় আগমন।
আমার সকাশে তাহা বলহ এখন॥
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
অত্যাচারী কংসের সব বিবরণ॥

শিববরে বলীয়ান হয়ে কংসাসুর।
পৃথিবীরে দেয় সদা যাতনা প্রচুর॥
মহাদেব বর দিল ভাগিনার হাতে।
নিধন হইবে কংস নহে অন্য হ'তে॥
দেবকী উদরে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
পৃথিবীর দুঃখ দশা করুন মোচন॥
নারায়ণ কহে শুন দেব মহেশ্বর।
পার্বতীরে সঙ্গে দাও একটি বৎসর॥
কার্য্যশেষে পুনরায় আসিবে ফিরিয়া।
এত বলি উমা রমা সঙ্গেতে লইয়া॥
মথুরা উদ্দেশ্যে যাত্রা করি নারায়ণ।
দেবকী উদরে জন্ম করেন গ্রহণ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
শুভদিন রোহিণী নক্ষত্র নিশার্দ্ধেতে॥
সর্বদিক আলোকিত করিয়া শ্রীহরি।
ধরাধামে অবতীর্ণ শিশুরূপ ধরি॥

বসুদেব দেবকী হেরি পুত্রের বদন।
মাথে হাত দিয়া দোঁহে করেন ক্রন্দন॥
কেমনে রক্ষিব প্রভু কংস হাত হতে।
ভাবিয়া উপায় মোরা নাহি পাই চিতে॥
অন্তর্যামী নারায়ণ অন্তরে বুঝিল।
চতুর্ভুজ ত্যজি প্রভু দ্বিভুজ হইল॥
অকস্মাৎ কারাগারে দৈববাণী হয়।
শিশু লয়ে ত্বরা করি যাও নন্দালয়॥
নিদ্রাগত সবে আছে আমার মায়ায়।
এইক্ষণে শিশু লয়ে যাও নন্দালয়॥
যে সময়ে ভগবান আবির্ভূত হ'ন।
যশোদার গর্ভে যোগমায়া জন্ম লন॥
অতঃপর ভগবান ক'ন বসুদেবে।
নন্দালয়ে তাঁরে রাখি আসিতে হইবে॥
নন্দকন্যা যোগমায়া শ্রীভগবতীকে।
লয়ে তারে ফিরে এসে দিবে দেবকীকে॥

যেইকালে বসুদেব গমন করিল।
কারাগৃহে লৌহ দ্বার মুক্ত হয়ে গেল॥
ঘন ঘন মেঘগণ করিছে গর্জন।
অবিরল বৃষ্টিধারা হতেছে পতন॥
স্বয়ং অনন্তদেব সর্পরূপ ধরি।
বারি নিবারণ জন্য কৃষ্ণ শীর্ষোপরি॥
ছত্রের সমান ফণা করিয়া ধারণ।
বসুদেব পশ্চাতে তিনি করেন গমন॥
এইভাবে বসুদেব যাইতে লাগিল।
যমুনার তটে আসি উপনীত হৈল॥
দুকুলে বহিছে বাণ বসুদেব ভাবে।
কেমনে হইয়া পার নন্দালয়ে যাবে॥
হায় কি করিব বলি কাঁদিতে লাগিল।
অন্তর্যামী নারায়ণ অন্তরে জানিল॥
দেখিতে দেখিতে জল আসিল কমিয়া।
শিবারূপে পার হয়ে যান মহামায়া॥
শিবার পশ্চাৎ ধরি বসুদেব যান।
মায়া করি জলমধ্যে পড়ে ভগবান॥
বসুদেব কাঁদে পুনঃ শিরে হাত দিয়া।
জল ক্রীড়া করে কৃষ্ণ যমুনারে নিয়া॥
যমুনার সাধ পুরে কৃষ্ণকে পাইয়া।
কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ উঠিল ভাসিয়া॥
মহানন্দে বসুদেব তুলি লয়ে কোলে।
যমুনা হইয়া পার আসিল গোকুলে॥
তারপর বসুদেব আসি নন্দালয়ে।
যশোদার কাছে দেখে কন্যা আছে শুয়ে॥
মহামায়া প্রভাবেতে গোপ-গোপী যত।
কেহ কিছু নাহি জানে সবে নিদ্রাগত॥
যশোদাও পুত্র কন্যা কিছু না বুঝেছে।
জানে কোন দেব হেথা জনম লভেছে॥
যোগমায়ারূপী কন্যা দেবকীকে দিয়া।
কারাগারে নিজস্থানে রহিল বসিয়া॥

যোগমায়া প্রভাবে পুনঃ বন্ধন ঘটিল।
কারাদ্বার পুনরায় আবদ্ধ হইল॥
মহামায়া সদ্যজাতা শিশুর মতন।
ক্রন্দন করিবামাত্র জাগে রক্ষীগণ॥
এক রক্ষী কংসপাশে করিয়া গমন।
দেবকী প্রসবে শিশু করে নিবেদন॥
ইহা শুনি কংসরাজ আসি কারালয়ে।
দেখিল দেবকী ক্রোড়ে কন্যা আছে শুয়ে॥
ক্রোধে কংস ধরিবারে উদ্যত কন্যারে।
দেবকী কন্যারে বুকে জড়াইয়া ধরে॥
মিনতি করিয়া কংসে বলে বার বার।
প্রাণভিক্ষা দাও রাজা কন্যারে আমার॥
শুনে না তাহার কথা মহাপাপী কংস।
কন্যারে করিতে চায় চিরতরে ধ্বংস॥
ধরিয়া শিশুর পদ উর্দ্ধেতে তুলিল।
শিলাপৃষ্ঠোপরি তারে নিক্ষেপ করিল॥
কিন্তু সেই শিশুকন্যা কংস হাত হতে।
শূন্য মার্গে উঠে যায় না পড়ে শিলাতে॥
কন্যা অষ্টভুজা হয়ে মহাদেবীরূপে।
বলিলেন সেই দুরাচারী কংস ভূপে॥
ওরে দুষ্ট কংস মোর শুনরে বচন।
কিবা লাভ হবে বধি আমার জীবন॥
তোর শত্রু যিনি তিনি বালক রূপেতে।
দিনে দিনে ক্রমে বাড়িতেছে গোকুলেতে॥
অতএব নির্দোষী দেবকী বসুদেবে।
উভয়েরে হিংসা করি কিবা ফল হবে॥
এই কথা বলি কংসে মাতা ভগবতী।
গেলেন কৈলাস ধামে যথা পশুপতি॥
মহামায়া বাক্য কংস করিয়া শ্রবণ।
চিন্তান্বিত হয়ে ওঠে মথুরা রাজন্॥
কৃষ্ণ মারিবারে কংস বহু চেষ্টা করে।
কিন্তু কিছুতেই কংস তাহা নাহি পারে॥

অবশেষে ধনুর্যজ্ঞ করে আয়োজন।
কৃষ্ণ বলরামে কংস করে আমন্ত্রণ॥
সেইযজ্ঞে কংসে কৃষ্ণ বিনাশ করিল।
বসুদেব দেবকীরে কারামুক্ত কৈল॥
জন্মাষ্টমী ব্রত কথা হৈল সমাপন।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র বল সর্বজন॥

এক মনে যেইজন কৃষ্ণ বলে ডাকে।
সেইজন সর্বপাপে মুক্ত হয়ে থাকে॥
নরাধম শক্তিপদ কিছু নাহি জানে।
অন্তকালে কৃষ্ণচন্দ্র রেখো শ্রীচরণে॥
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা যেইজন শুনে।
রোগ শোক দূরে যায় শান্তি পায় মনে॥

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু প্রার্থনা চরণে।
এ অধমে কর কৃপা আপনার গুণে॥

—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথা সমাপ্ত—

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত

[ব্রতের নিয়ম, সম্পূর্ণ পূজাবিধি, পূজার দ্রব্য ও ব্রতকথাসহ]

ব্রতের নিয়ম—এই ব্রত ভাদ্র মাসে করিতে হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধি। ব্রতের পূর্বদিন হবিষ্য গ্রহণ করিয়া ব্রতের দিন উপবাস করিয়া গন্ধ-পুষ্প এবং বিবিধ

উপচারে শ্রীরাধিকার পূজার্চনা করিতে হয়। পরদিবস ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবেন।

ব্রতের ফল —যে নারী বা পুরুষ এই ব্রত পালন করেন, তাহাদের উপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা অতিশয় তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার করুণায় সকল অশান্তি দূর হয়। সংসারের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়। স্বামী-পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া ইহলোকে সুখ-শান্তি ভোগ করিয়া, পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়।

পূজাবিধি

স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক ব্রাহ্মণ শুদ্ধাসনে পূর্ব মুখে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, স্বস্তিবাচন, দ্বারপূজা বিঘ্নাপসারণাদি করিবেন।

আচমন—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জলগ্রহণ পূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার জল গণ্ডুষ পান করিবেন। যথা—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।" অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবঃ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥ অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানা দেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত-পূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর কুশীর আতপ চাউলগুলি বিকীরণ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্য ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে। প্রিয়নান্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধীনান্ত্বা নিধীপতিগুঁ হবামহে। বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্ট নেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" অতঃপর করযোড়ে সাক্ষ্য মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহ ক্ষপাঃ। পবনো দিকপতি র্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।।" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) কুশ, তিল, তুলসী, হরিতকী, গন্ধপুষ্প ও কুশত্রিপত্র এবং জল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণ্ বা দাসঃ অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) শ্রীরাধা প্রীতিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে—প্রীতিকামাঃ) গণেশাদি দেবতা পূজা পূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজাতৎব্রতকথা শ্রবণরূপ রাধাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" সঙ্কল্প বাক্য পাঠপূর্বক ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ জল ত্যাগ করিয়া কুশিটি তাম্রপাত্রে উপুড় করিয়া দিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দিয়া স্ব-স্ব-বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্প সূক্ত (সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা প্রীণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে।। ওঁ সঙ্কল্পিতার্থা সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।"

সঙ্কল্প সূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং। তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবঃ সঙ্কল্প মস্তু।।" অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—কোশার নিম্নে জল দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ

নমঃ।" অতঃপর "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিয়া "ওঁ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া কোশাগ্রে গন্ধপুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্বা, আতপ তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া, তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" অতঃপর কোশার জলে যোনিমুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা ধেনুমুদ্রা, অবগুণ্ঠন মুদ্রা, প্রদর্শন করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রায় জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।" মন্ত্র পাঠান্তে মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্বক মূলমন্ত্র (ওঁ রাং) দশবার জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা নিজেকেও পূজোপকরণ সমূহ অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যদ্ধম্। অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ। মম পূজাং গৃহ্ণীত।" এইরূপে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।।" অসামর্থে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর "ওঁ রাং" মন্ত্রে উর্ধদেশে নিরীক্ষণ করিয়া দিব্য বিঘ্ন "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে করতালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া

ভৌম বিঘ্ন অপসারণ করিয়া মাষভক্ত বলি দিবেন।

মাষভক্ত বলি—নূতন মৃৎপাত্রে অভাবে কদলী পত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল, দধি ও ঘৃত একত্রিত করিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে ভূতাদির উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া মাষভক্ত বলি উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্ত বলয়ে নমঃ মন্ত্রে" তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্ত বলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতা পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র ভূতলে। তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ র্বলিভিস্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" মন্ত্রটি পাঠ পূর্বক এক গণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে জল গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক দশদিকে বিকীরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ, যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ॥" অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কন করতঃ তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—

"ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" অতঃপর আসন ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" অনন্তর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপংক্তি প্রণাম—করযোড়ে (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (উর্ধে)—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ। (পশ্চাৎ) ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (সম্মুখে) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দায় নমঃ।" এবার পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে কুশোদক দিয়া—"ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হূং।" অতঃপর নারাচ মুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পুষ্পে দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করিয়া পাঠ করিবেন। "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্প চয়াবকীর্ণেচ হূং ফট্ স্বাহা।"

নারাচমুদ্রা

অতঃপর সামান্য পূজাবিধি অনুসারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই।

গণেশাদির পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ

ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণবঃ॥"

এইক্রমে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

অতঃপর বিষ্ণুর পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

পরে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"

পরে—"এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এইক্রমে—ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহা-বিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ কুল দেব-দেবীভ্যো নমঃ। ওঁ প্রত্যক্ষ দেব-দেবীভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। এইরূপে পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

অঙ্গন্যাস—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লুং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রায় বৌষট্। ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—

"ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তং মনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ।
পীড়িতা কামবাণেন চিরমাশ্লেষেনোসোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহার লসৎপীন তুঙ্গস্তন ভারানতাঃ।
স্রস্ত ধর্মিল্লবসনা মদস্খলিত ভাষণাঃ॥

দন্তপংক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দমানা ধরান্বিতাঃ।
বিলোভয়ন্তি বিবিধৈ র্বিভ্রমৈ র্ভাবগর্বিতৈঃ॥
"ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবর্হাবতং সপ্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদারং কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতম্।
গোবিন্দং কমলবেণু বাদনং পর দিব্যাঙ্গ ভূষণং ভজে॥"

ধ্যানান্তে—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥"

অতঃপর মূলমন্ত্রে করন্যাস অঙ্গন্যাস করিয়া শ্রীরাধিকার পূজা করিবেন।

করন্যাস—"রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—রাং হৃদয়ায় নমঃ। রীং শিরসে স্বাহা। রূং শিখায়ৈ বষট্। রৈং কবচায় হুং। রৌং নেত্রায় বৌষট্। রঃ অস্ত্রায় ফট্।"

অতঃপর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে বা সাধ্যমত উপচারে শ্রীরাধিকার পূজা করিবেন।

শ্রীরাধিকার ধ্যান— "ওঁ অমল কমল কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং।
শশধর সমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং॥
স্তনযুগগত মুক্তাদাম বামে দীপ্তাং কিশোরীং।
ব্রজপতি সুতকান্তাং রাধিকাং মাশ্রয়েঽহম্॥"

ধ্যানান্তে—"ওঁ রাং রাধিকায়ৈ নমঃ। অথবা—"ওঁ হ্রীং শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে—সাধ্যানুসারে পূজা করিবেন।

জপমন্ত্র— "ওঁ হ্রীং শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ নমঃ।"

প্রণাম— "ওঁ নবীনাং হেম গৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধা হরিপ্রিয়াম্॥"

অতঃপর অষ্টসখীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ।" এইক্রমে—ওঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ। ওঁ বিশাখায়ৈ নমঃ। ওঁ চিত্রায়ৈ নমঃ। ওঁ ইন্দুলেখায়ৈ নমঃ। ওঁ চম্পকলতায়ৈ নমঃ। ওঁ রঙ্গদেব্যৈ নমঃ। ওঁ সুদেব্যৈ নমঃ।" অসামর্থপক্ষে একত্রে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টসখীভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে বৃষভানবে নমঃ।" এইক্রমে—ওঁ নন্দায় নমঃ। ওঁ যশোদায়ৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্তিদায়ৈ নমঃ। ওঁ

গোপীগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপান্তে জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ মন্ত্র—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী তৎ প্রসাদাৎ হরিপ্রিয়া॥

দক্ষিণান্ত—যথারীতি দক্ষিণা দ্রব্যের অর্চনা করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাম্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মণ্ বা দাসঃ। স্ত্রীলোকপক্ষে—অমুকগোত্রায়াঃ অমুকীদেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতপূজা সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং (রৌপ্যখণ্ডং, হরিতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। (পরার্থে—দদানি)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতপূজাকর্মাচ্ছিদ্র মস্তু।" প্রতিবচন—ওঁ অস্তু।

বৈগুণ্য সমাধান—"ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং শ্রীহরের্নামানু কীর্তনাৎ। শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ।"

এক গণ্ডুষ জলগ্রহণ করিয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিন্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ এতৎ সর্বশুভাশুভং শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু॥

—ইতি শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রতপূজা—

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

ব্রতকথা বা পাঁচালী

বন্দনা

জয় জয় শ্রীরাধিকা পরমা প্রকৃতি।
রাঙা শ্রীচরণে তব অসংখ্য প্রণতি॥
দেব-ঋষি মুনিগণ যাহারে ধেয়ায়।
সেই কৃষ্ণ ধরেছিল শ্রীরাধায় পায়॥
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতে নাহিক প্রভেদ।
বুদ্ধিহীন জন শুধু করে ভেদাভেদ॥
শ্রীরাধা ভজিলে ভাই কৃষ্ণ কৃপা পাবে।
রাধা বিনে শ্রীকৃষ্ণের কে সন্ধান দিবে॥
সপ্তদ্বার পারে কৃষ্ণ বসি সিংহাসনে।
কার সাধ্য যায় তথা শ্রীরাধিকা বিনে॥
অতএব ভক্ত সবে লহ তাঁর নাম।
জয় রাধারাণী বলি করহ প্রণাম॥

প্রণাম করিয়া রাধে তোমার চরণে।
তব গুণগান রাধে শক্তিপদ ভনে॥

ব্রতকথা

একদিন দিবাকর নির্জনে বসিয়া।
সুকঠোর তপ করে কৃষ্ণের লাগিয়া॥
তপে মগ্ন থাকে সূর্য্য উদিত না হয়।
সূর্য্য বিনা পৃথ্বী হলো অন্ধকারময়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতকথা

অন্ধকার দেখি পৃথ্বী দেব-দেবীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্মে লইল শরণ॥
সূর্য্য বিনা অন্ধকার হৈল ত্রিভুবন।
ভয়ে ভীত হৈল তাহে যত জীবগণ॥
দেবগণ ভীত হয়ে করে স্তুতি নতি।
স্তবেতে হৈল তুষ্ট জগতের পতি॥
পরিতুষ্ট হৈল কৃষ্ণ করুণা নিদান।
ভয় নাই দেবগণ করিব বিধান॥
শুনি তাহা দেবগণ ঘরে ফিরে যায়।
সূর্য্যের নিকটে কৃষ্ণ উপনীত হয়॥
সূর্য্যে সম্বোধন করি বলেন শ্রীধর।
তব তপে তুষ্ট আমি ওহে দিবাকর॥
কিবা বর চাহ তুমি বল হে তপন।
সাধ্যমত তব বাঞ্ছা করিব পূরণ॥
শুনি তাহা দিবাকর করযোড়ে কয়।
এক কন্যা লভি যেন তোমার কৃপায়॥
তুমি সদা বশীভূত থাকিবে তাহার।
এইরূপ কন্যা চাহি নিকটে তোমার॥
শুনি কৃষ্ণ জগৎপতি বলে সূর্য্যদেবে।
মনের বাসনা তব অবশ্য পূরিবে॥
গোকুলে জনম তুমি লভিবে দ্বাপরে।
বিবাহ করিবে গোপকন্যা সুকীর্তিরে॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
এক কন্যা জনমিবে সুকীর্তি গর্ভেতে॥
শ্রীরাধিকা নামে কন্যা হবে পরিচিত।
সদাই থাকিব আমি তার বশীভূত॥
নিজ কার্যে ওহে সূর্য্য হও আগুয়ান।
অন্ধকার নাশি কর আলোক প্রদান॥
তারপর যথাকালে দ্বাপর যুগেতে।
বৃষভানু রূপে সূর্য্য জন্মে গোকুলেতে॥
সুকীর্তির সনে তাঁর বিবাহ হইল।
তাঁর গর্ভে শ্রীরাধিকা জনম লভিল॥

কন্যা হেরি বৃষভানু আনন্দ অন্তর।
দান-ধ্যান মহোৎসব করিল বিস্তর॥
শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে করিয়া বাসনা।
বাল্যকাল হতে রাধা করে আরাধনা॥
শ্রীদামের অভিশাপে শ্রীমতী রাধার।
আয়ানের সঙ্গে হৈল বিবাহ সংস্কার॥
পূর্বজন্মে আয়ানের অভিশাপ ছিল।
তার ফলে নপুংসক হয়ে জন্মেছিল॥
কৃষ্ণ বিরহিনী রাধা যমুনা পুলিনে।
গোপনে বিহার করে শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
রাধা আর কৃষ্ণ দোঁহে অভিন্ন হৃদয়।
রাধার দৃষ্টিতে সদা সবই কৃষ্ণময়॥
বৃন্দা আদি অষ্টসখী সঙ্গেতে লইয়া।
রাস দোল করে রাধা আনন্দিত হৈয়া॥
এইরূপে কত লীলা করিতে লাগিল।
ব্রজবাসীগণ সবে আনন্দে ভাসিল॥
রাধাষ্টমী ব্রত যদি করে কোন জন।
তার প্রতি সদা তুষ্ট নন্দের নন্দন॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় শ্রীকৃষ্ণের বরে।
মহানন্দে বাস করে সংসার ভিতরে॥
সহস্র শ্রীকৃষ্ণ নামে ফল যাহা পায়।
একবার রাধাকৃষ্ণ নামে তাহা হয়॥
রাধাকৃষ্ণ নাম সবে বল বার বার।
অনায়াসে হয়ে যাবে ভবসিন্ধু পার॥
ভক্তিহীন শক্তিপদ করিল রচনা।
শ্রীরাধারাণীর জয় বল সর্ব জনা॥
দীন হীন কেহ মোর নাহি এ জগতে।
কৃপা করি রেখো রাধে তব চরণেতে॥

—ইতি রাধাষ্টমী ব্রতকথা—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

নারায়ণের প্রণাম

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকী নন্দনায় চ।
অশেষ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারী॥
হরিনাম বিনে রে (ভাই) গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণার বৃন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে॥

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকী উদরে।
মধুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নামে নন্দের নন্দন। ১
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥ ২
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল। ৩
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল॥ ৪
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল-রাজা ভাই॥ ৬
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। ৭
কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥ ৮
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন-হরি। ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী॥ ১০
অনন্ত রাখিল না অন্ত না পাইয়া। ১১
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়॥ ১২
অত্রিমুনি নাম রাখে দেবচক্রপাণি। ১৩
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥ ১৪
গজহস্তী রাখে নাম শ্রীমধুসূদন। ১৫
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥ ১৬
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। ১৭
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥ ১৮
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥ ২০
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। ২১
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥ ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর। ২৩
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥ ২৪
বাসুকী রাখিল নাম দেব-সৃষ্টি-স্থিতি। ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথী॥ ২৬
নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ ২৮

সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথী। ২৯
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি।। ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। ৩১
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার।। ৩২
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি। ৩৩
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।। ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী। ৩৫
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ-মুরারী।। ৩৬
বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর। ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর। ৩৮
সম্বর্ত্তক রাখে নাম গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী।। ৪০
অদিতি রাখিল নাম অরাতি-সূদন। ৪১
গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জ্জুন।। ৪২
মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩
দয়ানিধি রাখে নাম দরিদ্র সকল।। ৪৪
বৃন্দাবন-চন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতি। ৪৫
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি। ৪৬
বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭
লক্ষ্মীপতি রাখে নাম সুমন্ত্র সারথি।। ৪৮
সন্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্য্যামী। ৪৯
পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী।। ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১
নট-নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদি।। ৫২
হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫৩
ললিতা রাখিল নাম দুর্ব্বাদলশ্যাম।। ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন।। ৫৬
আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭
চণ্ডকেশী নাম রাখে কৃতান্ত-শাসন।। ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯
গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী।। ৬০

ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১
দুর্ব্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ॥ ৬২
রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী॥ ৬৪
উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র-হিতকারী। ৬৫
অক্রূর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী॥ ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল-পীতবাস। ৬৭
সর্ব্ববেত্তা রাখে নাম দ্বৈপায়ন ব্যাস॥ ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর। ৬৯
সূরলোক রাখে নাম অখিলের সার॥ ৭০
বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১
স্বর্গবাসী রাখে নাম দেব পরাৎপর॥ ৭২
পুলোমা রাখেন নাম অনাথের সখা। ৭৩
রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা॥ ৭৪
চিত্ররথ নাম রাখে অরাতি-দমন। ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন॥ ৭৬
কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর। ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণ-শশধর॥ ৭৮
সুমালী রাখিল নাম পুরুষ-প্রধান। ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ-প্রাণ॥ ৮০
রজকিনী নাম রাখে নন্দের-দুলাল। ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের-গোপাল॥ ৮২
দৈবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩
জ্যোতির্ম্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি॥ ৮৪
অত্রিমুনি নাম রাখে কোটি-চন্দ্রেশ্বর। ৮৫
গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর॥ ৮৬
মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য অচ্যুত। ৮৭
জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত॥ ৮৮
রুদ্রগণ নাম রাখে দেব-মহাকাল। ৮৯
বাসুগণ রাখে নাম ঠাকুর দয়াল॥ ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন॥ ৯২

ভাণ্ডরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি॥ ৯৪
শুক্রাচার্য্য রাখে নাম অখিল-বান্ধব। ৯৫
বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব॥ ৯৬
যদুগণ রাখে নাম যদুকুলপতি। ৯৭
অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি॥ ৯৮
অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান-নাশন॥ ১০০
পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর-ভ্রমরী। ১০১
ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী॥ ১০২
বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম গোপ-মনোহারী॥ ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট-পূরণ। ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম মদন-মোহন॥ ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্মবন্ধ-নাশ। ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ-অভিলাষ॥ ১০৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তন

দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি॥
রসময় রসিকনাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নব-ঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকী-নন্দন যদুমণি॥

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গো কোটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
কৃষ্ণ ভজে যেই জন সে বড় চতুর॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে ধনে বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইল বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ॥
বকাশুর বধ অদি কালীয়দমন।
নরোত্তম দাস গাহে নাম সংকীর্ত্তন॥

—ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম—

চৌত্রিশ পদাবলী

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করান জীবে কৃষ্ণ-নাম দিয়া॥
ছ, ছল ছল করে আঁখি নেত্রে-জল ঝরে।
জ, জগৎ পবিত্র কৈলা গৌর কলেবরে॥
ঝ, ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমত না দেখি আর দয়ার সাগর॥
ট, টলমল করে গোরা ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ, ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরিবোল॥
ড, ডোরহি কৌপন ক্ষণ কটির উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধর-ক্রোড়ে॥
ণ, আন্ পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান মান গান রসে মজাইয়া মনে॥
থ, স্থির নাহি রয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেন কোল॥
ধ, ধোয়াইয়া পূরব পিরীত পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
প, প্রেমরসে ভাসাইলা অখিল সংসার।
ফ, ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার॥
ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর ধ্যানে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পান যারে সহস্র-বদন॥
ম, মত্ত মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দ হাস।
য, যশোমতী মাতা যার ভুবনে প্রকাশ॥
র, রতিপতি সম রূপ অতি মনোরম।
ল, লীলা লাবণ্য যার অতি অনুপম॥

ব, বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দ-নন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ, ষড়ভুজ-রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ, হরি হরি বল ভাই, কর নাম মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥
চৌত্রিশ পদালী যে করহে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাঁহার চরণ॥

শুক-শারী দ্বন্দ্ব

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতো হেলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন॥
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী

সে তোমার কৃষ্ণ জানে।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।।
শারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম।
নৈলে, মিছাই গান।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে যেত না জানা।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে আমার রাধার রূপে জগত আলো,
নৈলে আঁধার কালো।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।।
শারী বলে সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হতো কাশীবাসী।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতজীবন।
শারী বলে আমার রাধা মধুর পবন,
নৈলে থাকে কি জীবন।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান,
নৈলে বাঁচে কি প্রাণ।
শুক-শারী দু'জনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
প্রেমভরে সবে মিলে একবার হরি হরি বল,
শ্রীবৃন্দাবনে চল।।

—ইতি শুক-শারীর দ্বন্দ্ব—

শ্রীশ্রীরাধিকার বারমাসী

জয় শ্রীচৈতন্য জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতাচন্দ্র জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
মাঘেতে মাধব কৈল মথুরায় গমন।
দশদিক শূন্য হেরি নব বৃন্দাবন॥
ফাগুনে দ্বিগুণ দুঃখ চিত্তে উঠে রোল।
গোকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল॥
চৈত্রেতে চাতকী পক্ষী নিকুঞ্জ কুটীরে।
প্রিয় প্রিয় রব করে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
বৈশাখে বিদেশে গেছে, প্রিয় গুণমন্ত।
সে অবধি রাধিকার দুঃখের নাই অন্ত॥
জ্যৈষ্ঠে যমুনার জলে খেলিত বনমালী।
শ্যাম-অঙ্গে দিতাম বারির অঞ্জলি॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ, ভ্রমর গুঞ্জরে।
তা' হেরি শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ মনে পড়ে॥
শ্রাবণে সকলে মোরা, লয়ে প্রিয় সাথী।
নিকুঞ্জে বসিয়া হার গাঁথিতাম মালতী॥
ভাদরে ভরা নদী, দুকূল পাথার।
কেমনে হইব পার, না জানি সাঁতার॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
অবশ্য আসিবে প্রিয়, অষ্টমীর ক্ষণে॥
কার্ত্তিকে করিল হরি, কালীয় দমন।
নানা জাতি পুষ্প ফুটে, অঙ্গেরেই ভূষণ॥
অঘ্রাণে শুনেছি সখি, অপরূপ কথা।
অক্রূর ধরিছে শিরে, নবদণ্ড ছাতা॥
পৌষেতে পত্র লিখি, দিলাম সখীর হাতে।
কে যাইবে মথুরায়, লোক নাই সাথে॥
শ্রীরাধিকার বারমাসী সমাপন হ'ল।
ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরি হরি বল॥

—ইতি শ্রীশ্রীরাধিকার বারমাসী—

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, হরীতকী, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্ক বাটি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, পুষ্প, তুলসী, দূর্বা, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য, কুচা নৈবেদ্য, উপকরানি, মিষ্টান্ন, দধি, বিষ্ণুর জোড়, ছানা, মাখন, ক্ষীর, বাটা হরিদ্রা, পৈতা, ষষ্ঠীর শাড়ী, গোপালের ধুতি, নারায়ণের ধুতি, ভোজ্যের দ্রব্য, ভোগের দ্রব্য, আরতির দ্রব্য,

প্রতিমা পূজার স্থলে—ঘট, দ্বারঘট, কলা গাছ ২, আম্র পল্লব ৩, সশীষ ডাব ৩, সাদাসুতা, তীরকাঠি, তেকাঠা, দর্পণ, হোমের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার দ্রব্য।

প্রার্থনা মন্ত্র— দেহি মে নিশ্চনাং ভক্তিং ভক্তাশয় ভয় প্রদ্যম্। অনিমাদিষু সিদ্ধিষু শেষেষু মুক্তিষু প্রভো॥ রক্ষমাং অভয়ং দত্বা মৃত্যুর্মে কিং করিষ্যতি। সর্বেষামীশ্বরঃ সর্বস্ত্বৎপদাম্ভোজসৈবয়া॥

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—

হে কৃষ্ণ জনতাং নাথভক্তানাং ভয়ভঞ্জন॥
প্রণন্নোভব মামীশ দেহিসান্য পদাম্বুজে॥
এষ পুষ্পাঞ্জলি গোপালায় নমঃ॥১
হে দেব হে দয়িত হে জগদেব বন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।
হাহাফদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ গোপালায় নমঃ॥২
নথাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্নামিধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবায়াং সেবকং কৃতয়॥
এষ পুষ্পাঞ্জলি গোপালায় নমঃ॥৩

প্রনাম মন্ত্র—

নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দ নন্দন।
গোপীকা নয়নানন্দং নমতং গোপবালকম্॥

সমাপ্ত

শাস্ত্রপৃষ্ঠা